বাক্য সংকোচন ২২

দুই বা বেশি পদকে সংক্ষেপ করে শব্দ তৈরি করলে ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। এতে অর্থের কোন পরিবর্তন ঘটে না, কিন্তু সংক্ষিপ্ত করার জন্য শুনতে ভাল লাগে। কৃৎ প্রত্যয়, তদ্ধিত প্রত্যয় ও সমাসের সাহায্যে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ভিন্ন উপায়ে এই শব্দ সঙ্কোচন করা যায়। কিছু নমুনা নিচে দেওয়া হল ঃ

অল্প বয়স যার—অল্পবয়স্ক
অল্প কথা বলে যে—অল্পভাষী
অকালে পেকেছে যে—অকালপক্ব
অশ্বের ডাক—হ্রেষা
অনায়াসে যা লাভ করা যায়—অনায়াসলভ্য
অতি দীর্ঘ নয় যা—নাতিদীর্ঘ
অনুমান করা যায় না যা—অননুমেয়
অনুসন্ধান করার ইচ্ছা—অনুসন্ধিৎসা
অনুসন্ধান করতে ইচ্ছুক যে—অনুসন্ধিৎসু
অন্যদিকে মন যার—অন্যমনস্ক
অর্থ নেই যার—নিরর্থক
অসম সাহস যার—অসমসাহসিক
অপকার করার ইচ্ছা—অপচিকীর্ষা
অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে কাজ করে যে—অবিমৃষ্যকারী
অতি শীতও নয় গ্রীষ্মও নয়—নাতিশীতোষ্ণ
অবশ্য যা হবে—অবশ্যম্ভাবী
অতিক্রম করা যায় না যা—অনতিক্রমনীয়
অগ্রে জন্মগ্রহণ করেছে যে—অগ্রজ
অন্যদিকে মন দেয় না যে—অনন্যমনা
অরিকে দমন করে যে—অরিন্দম
অন্য উপায় নেই যার—অনন্যোপায়
অনেকের মাঝে একজন—অন্যতম
অনেক দেখেছে যে—বহুদর্শী
অন্য গতি নেই যার—অনন্যগতি
অন্য গাছের ওপর জন্মে যে গাছ—পরগাছা
অহঙ্কার নেই যার—নিরহঙ্কার
অন্য ভাষায় রূপান্তরিত—অনূদিত
অপরাধ নেই যার—নিরপরাধ
অভিনয় করে যে—অভিনেতা
অন্ত নেই যার—অনন্ত
অন্তিমকাল উপস্থিত যার—মুমূর্ষু
আকাশে গমন করে যে—বিহগ, বিহঙ্গ
আকাশে চরে যে—খেচর
আট প্রহর যা পরা যায়—আটপৌরে
আপনার রং লুকায় যে—বর্ণচোরা
আদব জানে না যে—বেয়াদব
আমিষের অভাব—নিরামিষ
আয় অনুসারে যে ব্যয় করে—মিতব্যয়ী
আমিষ আহার করে না যে—নিরামিষাশী
আপনাকে পণ্ডিত মনে করে যে—পণ্ডিতম্মন্য
আনন্দ প্রদান করে যে—আনন্দপ্রদ
আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত—আদ্যন্ত
আপনাকে ভুলে থাকে যে—আপনভোলা
আদরের সঙ্গে—সাদরে
আচারে নিষ্ঠা আছে যার—আচারনিষ্ঠ
আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস আছে যার—আস্তিক
আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস নেই যার—নাস্তিক
ইতিহাস রচনা করেন যিনি—ঐতিহাসিক
ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি—ইতিহাসবেত্তা
ইহলোকে সামান্য নয় যা—অলোকসামান্য
ইন্দ্রকে জয় করেছে যে—ইন্দ্রজিৎ
ইন্দ্রিয়কে জয় করেছে যে—জিতেন্দ্রিয়

ঈষৎ আমিষ গন্ধ যার—আঁষটে।
উপকার করার ইচ্ছা—উপচিকীর্ষা
উপায় নেই যার—নিরুপায়
উপকারীর উপকার স্বীকার করে যে—কৃতজ্ঞ
উপকারীর উপকার স্বীকার করে না যে—অকৃতজ্ঞ
উপকারীর অপকার করে যে—কৃতঘ্ন
উদরই সব যার—উদরসর্বস্ব
উড়ে যাচ্ছে যা—উড্ডীয়মান
উর্বর নয় যা—অনুর্বর
ঋণ আছে যার—ঋণী
ঋণ নেই যার—অঋণী
একই সময়ে বর্তমান—সমসাময়িক
একই মায়ের সন্তান যারা—সহোদর
এক থেকে আরম্ভ করে—একাদিক্রমে
একই গুরুর শিষ্য যারা—সতীর্থ
একসঙ্গে পাঠ করে যারা—সহপাঠী
এ পর্যন্ত শত্রু জন্মেনি যার—অজাতশত্রু
কোথাও নত কোথায়ও উন্নত—বন্ধুর
কূলের সমীপে—উপকূল
কণ্ঠ পর্যন্ত— আকণ্ঠ
কষ্টে লাভ করা যায় যা—দুর্লভ
কষ্টে অতিক্রম করা যায় যা—দুরতিক্রম্য
কথায় বর্ণনা করা যায় না যা—অনির্বচনীয়
কষ্টে নিবারণ করা যায় না যা—দুর্নিবার
কোন কিছুতেই ভয় নেই যার—অকুতোভয়
কাজে অতিশয় কুশল—কর্মঠ
কেউ জানতে পারে না এমনভাবে—অজ্ঞাতসারে
ক্ষমার যোগ্য—ক্ষমার্হ
কি কর্তব্য তা বুঝতে পারে না যে—কিংকর্তব্যবিমূঢ়
ক্ষণকালের জন্য স্থায়ী—ক্ষণস্থায়ী
ক্ষুধা দ্বারা পীড়িত—ক্ষুৎপীড়িত
খেলায় দক্ষ যে—খেলোয়াড়
খ্যাতি আছে যার—খ্যাতিমান
গোপন করার ইচ্ছা—জুগুপ্সা
গোলাপের মত রং যার—গোলাপি
গৃহিণীর কাজ—গিন্নীপনা
ঘরের অভাব—হাঘরে
ঘরে পালিত যে জামাই—ঘরজামাই
ঘুমিয়ে আছে যা—সুপ্ত
চিরকাল স্থায়ী নয় যা—নশ্বর
চিরকাল ধরে স্থায়ী—চিরস্থায়ী
চর্বণ করে খাওয়া যায় যা—চর্ব্য
চোখের নিমেষ না ফেলে—অনিমেষ
চুষে খাওয়া যায় যা—চুষ্য
চৈত্র মাসের ফসল—চৈতালি
চলার শক্তি—চলচ্ছক্তি
চেটে খেতে হয় যা—লেহ্য
চক্ষুর সামনে সংঘটিত—চাক্ষুষ
চিন্তার অতীত যা—চিন্তাতীত
চোখে দেখা যায় যা—প্রত্যক্ষ
চেষ্টা নেই যার—নিশ্চেষ্ট
ছেলে ধরে যে—ছেলেধরা
জয়ের জন্য যে উৎসব—জয়ন্তী
জন্ম থেকে শুরু করে—আজন্ম
জলে চরে যে—জলচর
জলে স্থলে চরে যে—উভচর
জীবিত থেকেও যে মৃত—জীবন্মৃত
জানতে ইচ্ছুক—জিজ্ঞাসু
জানার ইচ্ছা—জিজ্ঞাসা
জ্বল জ্বল করছে যা—জাজ্বল্যমান
জয় করার ইচ্ছা—জিগীষা
জয় করতে ইচ্ছুক—জিগীষু
জানু পর্যন্ত লম্বিত—আজানুলম্বিত
তল স্পর্শ করা যায় না যার—অতল স্পর্শ
তীর ছোঁড়ে যে—তীরন্দাজ
দমন করা যায় না যা—অদম্য
দমন করা কষ্টকর যা—দুর্দমনীয়
দিনে একবার আহার করে যে—একাহারী
দুইয়ের মধ্যে একটা—অন্যতম
দাড়ি জন্মেনি যার—অজাতশ্মশ্রু

দার পরিগ্রহ করেনি যে—অকৃতদার
দেখার ইচ্ছা—দিদৃক্ষা
দীপ্তি পাচ্ছে যা—দীপ্যমান
দুবার জন্মে যে—দ্বিজ
দেখা যায় না যা—অদৃশ্য
দেখা যাচ্ছে যা—দৃশ্যমান
দেখা যায়নি যা—অদৃষ্ট
দগ্ধ করা যায় না যা—অদাহ্য
দর্শনশাস্ত্র জানেন যিনি—দার্শনিক
নষ্ট হওয়ার স্বভাব যার—নশ্বর
নৌকা চালনা করে যে—নাবিক
নিতান্ত দগ্ধ করে যে সময়ে—নিদাঘ
নিজেকে যে বড় মনে করে—হামবড়া
নূপুরের ধ্বনি—নিক্কণ
পা থেকে মাথা পর্যন্ত—আপাদমস্তক
পাঁচ রকমের জিনিস মিশানো যাতে—পাঁচমিশালী
প্রথমে মধুর পরিণামে নয়—আপাতমধুর
প্রিয় বাক্য বলে যে নারী—প্রিয়ংবদা
পত্নীর সঙ্গে বর্তমান—সপত্নী
পরের উন্নতি বা শ্রী দেখে যে কাতর—পরশ্রীকাতর
প্রাণ পর্যন্ত পণ করে যে—প্রাণপণ
পূর্বজন্ম স্মরণ করে যে—জাতিস্মর
পংক্তিতে বসার অনুপযুক্ত—অপাংক্তেয়
পান করার ইচ্ছা—পিপাসা
পান করা যায় যা—পেয়
প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে যে—লব্ধপ্রতিষ্ঠ
পুনঃপুনঃ রোদন করেছে যে—রোরুদ্যমান
পুনঃপুনঃ দুলছে যে—দোদুল্যমান
পুনঃপুনঃ দীপ্তি পাচ্ছে যে—দেদীপ্যমান
পত্নী গত হয়েছে যার—বিপত্নীক
পূর্বে ছিল এখন নেই—ভূতপূর্ব
পূর্বে ঘটেনি যা—অভূতপূর্ব
পরে জন্মেছে যে—অনুজ
পরিহার করা যায় না যা—অপরিহার্য
পাখির কলরব—কূজন
পরিমিত ব্যয় করে যে—মিতব্যয়ী
ফল পাকলে যে গাছ মরে যায়—ওষধি
বরণ করার যোগ্য—বরণীয়
বাস্তু থেকে উৎখাত হয়েছে যে—উদ্বাস্তু
বিদেশে বাস করে যে—প্রবাসী
বিশ্বজনের হিতকর—বিশ্বজনীন
বেদান্ত জানেন যিনি—বৈদান্তিক
ব্যাকরণ জানেন যিনি—বৈয়াকরণ
বিবাদ করছে যারা—বিবদমান
বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে গবেষণায় রত—বৈজ্ঞানিক
বয়সে সবচেয়ে বড় যে—জ্যেষ্ঠ
বয়সে সবচেয়ে ছোট যে—কনিষ্ঠ
বলা হয়েছে যা—উক্ত
বলা হয়নি যা—অনুক্ত
বাল্যকাল অবধি—আবাল্য
বিশেষ খ্যাতি আছে যার—বিখ্যাত
বিনা যত্নে উৎপন্ন—অযত্নসম্ভূত
ভোজন করার ইচ্ছা—বুভুক্ষা
ভস্মে পরিণত হয়েছে যা—ভস্মীভূত
ভিতরে সার নেই যার—অসার
ভাসছে যা—ভাসমান
মৃতের মত অবস্থায় যা—মুমূর্ষু
মুষ্টি দিয়ে যা পরিমাপ করা যায়—মুষ্টিমেয়
মর্মকে পীড়া দেয় যা—মর্মন্তুদ
মৃত্তিকা দিয়ে নির্মিত—মৃন্ময়
মক্ষিকা প্রবেশ করতে পারে না যেখানে—নির্মক্ষিক
মৃত গবাদি পশু ফেলা হয় যেখানে—ভাগাড়
মাটির মত রং যার—মেটে
মাটি ভেদ করে ওঠে যা—উদ্ভিদ
মমতা নেই যার—নির্মম
মৃত্যুকাল পর্যন্ত—আমৃত্যু
মন হরণ করে যে—মনোহর
যা বিনা আয়াসে লাভ করা যায়—অনায়াসলভ্য
যা লঙ্ঘন করা অনুচিত—অলঙ্ঘনীয়
যা সহজে জীর্ণ হয়—সুপাচ্য

যা সহজে জীর্ণ হয় না—দুষ্পাচ্য
যা সহজে ভাঙে—ভঙ্গুর
যা উচ্চারণ করতে কষ্ট—দুরুচ্চার্য
যা হতে পারে না—অসম্ভব
যা বহুকাল চলে এসেছে—চিরন্তন
যা পানের অযোগ্য—অপেয়
যা প্রশংসার যোগ্য—প্রশংসনীয়
যার রসবোধ আছে—রসিক
যার জট আছে—জটিল
যার স্বভাব বালকের মত—বালসুলভ
যার উপস্থিত বুদ্ধি আছে—প্রত্যুৎপন্নমতি
যার আকার কুৎসিত—কদাকার
যা অধ্যয়ন করা হয়েছে—অধীত
যা বলার যোগ্য নয়—অকথ্য
যার কুল ও শীল জানা নেই—অজ্ঞাতকুলশীল
যা আঘাত পায়নি—অনাহত
যে শোনামাত্র মনে রাখতে পারে—শ্রুতিধর
যে নারী স্বয়ং বর বরণ করে—স্বয়ম্বরা
যে রোগ নির্ণয়ে হাতড়ে মরে—হাতুড়ে
যা উদিত হচ্ছে—উদীয়মান
যে নারীর সন্তান বাঁচে না—মৃতবৎসা
যে গাছ কোন কাজে লাগে না—আগাছা
যে মেয়ের বিয়ে হয়নি—অনূঢ়া
যে বিষয়ে কোন বিতর্ক নেই—অবিসংবাদী
যে বক্তৃতাদানে পটু—বাগ্মী
যে সকল অত্যাচার সহ্য করে—সর্বংসহা
যে নারীর সন্তান হয় না—বন্ধ্যা
যে রব শুনে এসেছে—রবাহূত
যে লাফিয়ে চলে—প্লবগ
যে বেশি কথা বলে—বাচাল
যা শিরে ধারণ করার যোগ্য—শিরোধার্য
যা বপন করা হয়েছে—উপ্ত

যে কোন কাজের নয়—অকেজো
যে নারী কখনও সূর্য দেখেনি—অসূর্যম্পশ্যা
যার কিছু নেই—অকিঞ্চন
যে নারীর স্বামী মারা গেছে—বিধবা
যে নারীর বল নেই—অবলা
যে নিন্দার যোগ্য নয়—অনিন্দ্য
যে নারীর স্বামী বর্তমান—সধবা
যে নারীর স্বামী বিদেশে থাকে—প্রোষিতভর্তৃকা
যে নারীর সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে—নবোঢ়া
যে রাতে চোখে দেখে না—রাতকানা
যিনি অনেক দেখেছেন—বহুদর্শী
ভয় আছে যার—ভয়াল
রেশম দিয়ে নির্মিত—রেশমী
লাভ করার ইচ্ছা—লিপ্সা
লাভ করতে ইচ্ছুক যে—লিপ্সু
শুভক্ষণে জন্ম যার—ক্ষণজন্মা
শত্রুকে বধ করে যে—শত্রুঘ্ন
শত্রুকে দমন করে যে—অরিন্দম
শৈশবকাল পর্যন্ত—আশৈশব
শ্রদ্ধার যোগ্য যিনি—শ্রদ্ধেয়
সকলের জন্য প্রযোজ্য—সর্বজনীন
সামনে অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা—প্রত্যুদ্‌গমন
স্ত্রীর বশীভূত যে—স্ত্রৈণ
সেবা করার ইচ্ছা—শুশ্রূষা
সব জানে যে—সবজান্তা
সহজেই ভাঙে যা—ভঙ্গুর
হত্যা করার ইচ্ছা—জিঘাংসা
হিত ইচ্ছা করে যে—হিতৈষী
হরিণের চামড়া—অজিন
হাতির চিৎকার—বৃংহতি
হৃদয়ের প্রীতিকর—হৃদ্য

অনুশীলনী

১। এক কথায় প্রকাশ কর:

জয় করার ইচ্ছা ; জানার ইচ্ছা ; যা পান করতে হয় ; যার শত্রু নেই ; যে বিদেশে থাকে ; যিনি অনেক দেখেছেন ; যা পূর্বে ছিল এখন নেই ; অশ্বের ডাক ; যা বপন করা হয়েছে ; আকাশে চরে বেড়ায় যে; যিনি বক্তৃতাদানে পটু ; ইতিহাস রচনা করেন যিনি ; আচারে নিষ্ঠা আছে যার ; চক্ষুর সম্মুখে সংঘটিত ; পা থেকে মাথা পর্যন্ত ; যা কষ্টে লাভ করা যায় ; যে এক সাথে পাঠ করে ; যা সহজে ভেঙে যায় ; যে বৃক্ষে ফল হয় কিন্তু ফুল হয় না ;যে অগ্রে জন্মগ্রহণ করেছে ; যার বর্ণ ধরা যায় না ; ইন্দ্রিয়কে জয় করেছে যে ; একই মায়ের পুত্র ; কোথাও উঁচু কোথাও নিচু ; উপকারীর অপকার করে যে; নিজেকে পণ্ডিত মনে করে যে ; ফল পাকলে যে গাছ মরে যায় ; যে মেয়ের বিয়ে হয়নি ; অনেকের মাঝে একজন ; একই গুরুর শিষ্য; যে নারী জীবনে একটিমাত্র সন্তান প্রসব করেছে ; লাভ করার ইচ্ছা ; জলে ও স্থলে চরে যে ; যে নারীর সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে ; অক্ষির সমক্ষে বর্তমান ; মৃতের মত অবস্থা যার ; যে বাস্তু থেকে উৎখাত হয়েছে ; যা বলা হয়নি ; হনন করার ইচ্ছা ; যার অন্য উপায় নেই ; আচারে নিষ্ঠা আছে যার ; জীবিত থেকেও মৃত ; যার বিশেষরূপে খ্যাতি আছে ; যার আকার কুৎসিত ; হরিণের চামড়া ; অহংকার নেই যার ; কোনভাবেই যা নিবারণ করা যায় না ; বিশ্বজনের হিতকর ; যার সর্বস্ব হারিয়ে গেছে ; যা পূর্বে দেখা যায়নি ; যে গাছ অন্য গাছের ওপর ভর করে বাঁচে ; শুভক্ষণে জন্ম যার ; যা উদিত হচ্ছে ; যা কখনও নষ্ট হয় না ; যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে না ; যে স্ত্রীর বশীভূত ; যে ভূমিতে ফসল জন্মায় না ; যে নারী প্রিয় কথা বলে ; নূপুরের ধ্বনি ; যে জমিতে দুবার ফসল হয়।

২। এক কথায় প্রকাশ কর (যে-কোন পাঁচটি) ঃ

আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত, যা নিবারণ করা যায় না, যার সর্বস্ব হারিয়েছে, যা কষ্টে জয় করা যায়, যা বলা হয়নি, যা বারংবার দুলছে, নিজেকে যে পণ্ডিত মনে করে, যার অহংকার নেই, যা দীপ্তি পাচ্ছে, যা চিন্তা করা যায় না।

৩। নিচের যে-কোন পাঁচটি বাক্যাংশকে এক একটি শব্দে পরিণত কর এবং পরিবর্তিত শব্দ দ্বারা বাক্য রচনা কর ঃ

পা থেকে মাথা পর্যন্ত ; যার ভিতরে সার নেই ; যে মেয়ের বিয়ে হয়নি ; যা সহজে ভেঙে যায় ; যে নারী অপরের দ্বারা পালিতা ; যে জমিতে দু বার ফসল হয় ; জয় করার ইচ্ছা ; জীবিত থেকেও যে মৃত ; যা পুনঃ পুনঃ দুলছে ; যে রমণীর স্বামী প্রবাসে আছে।

৪। নিচের যে-কোন পাঁচটি বাক্যাংশকে এক একটি শব্দে পরিণত করে পৃথক পৃথক পাঁচটি বাক্যে এদের প্রয়োগ দেখাও ঃ

যার ভাতের অভাব ; যে রমণীব পতি প্রবাসে আছে ; যিনি পরিমাণ মত ব্যয় করেন ; যার অন্য উপায় নেই ; যে মনোযোগ দেয় না ; পান করার ইচ্ছা ; যা পূর্বে ঘটেনি ; যে রমণীর সম্প্রতি মাত্র বিয়ে হয়েছে ; যার যৌবন গত হয়েছে ; যা মাটি ভেদ করে ওঠে।